আজকের কাগজ

তারিখ ..10 FEB 1992 ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৬...

আমাদের শিক্ষা কাঠামো প্রস্তাবনার কিছু কথা

মোঃ আশরাফ হোসেন মিঞা

বিগত ৪-১০-৯৮ বাংলা তারিখের আজকের কাগজে "আমাদের দেশের জন্য একটি শিক্ষা কাঠামো"র প্রস্তাব পড়লাম। নিবন্ধে বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামোর ত্রুটিগুলো তুলে ধরে তার পরিবর্তে একটি নতুন শিক্ষা কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবটি করেছেন আমার শ্রদ্ধেও ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের প্রাক্তন সদস্য জনাব বদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী। প্রস্তাবটি হয় আমার বোধশক্তির স্বল্পতার কারণেই হোক অথবা প্রস্তাবের অস্পষ্টতার কারণেই হোক, পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। যে সকল দিক আমার কাছে পরিষ্কার নয় তা পর্যায়ক্রমে শ্রদ্ধেয় চৌধুরী সাহেব ও উক্ত প্রস্তাবের জ্ঞানী পাঠককুলের বিবেচনার জন্য তুলে ধরছি। প্রথমে বিদ্যমান পাঠ্যক্রম বা শিক্ষা কাঠামো পরিবর্তনের যে কারণগুলো তিনি দেখিয়েছেন সেদিকে আলোচনা করব এবং পরে প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ করব।

বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রস্তাবক বলেছেন, "এখন অবস্থায় চলছে তাতে একজন শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা শেষ করে বেড়িয়ে আসতে ২৬/২৭ বছর বয়স লাগে। এ অবস্থার উন্নতি করলেও ২৩ বছর বয়সের আগে কোন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।" অনুমান করি তিনি 'এ অবস্থা' বলতে সেশনজটের কথাই বুঝিয়েছেন এবং আমার বিবেচনায়ও তাই। এই সেশনজট এবং আনুষংগিক আরো যে সকল পর্বত প্রমাণ জঞ্জাল রয়েছে তার গুরুত্ব না দিয়ে এবং এগুলো দূর করার কথা না চিন্তা করে শুধু শিক্ষার্থী (তাঁরও) ছেলেমেয়েদের অজ্ঞানতার কথাটাই তিনি তুলে ধরেছেন। যেখানে ৩৬৫ দিনের সৌর বছরের মধ্যে ২২২ দিন বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী নির্দেশে বন্ধ থাকে (জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর)। এছাড়াও রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ছুটি, যেখানে জাতীয় শিক্ষাবোর্ড ঘোষিত প্রথম স্থান অধিকারীকে, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী, ঘোষণার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে, যেখানে তৃতীয় শ্রেণীর হতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ আমার মেয়ে বলে, "আব্বু তুমি যদি আমার স্কুলে শিক্ষক হতে তবে আমি প্রথম স্থান অধিকার করতাম (কারণ শিক্ষক/ শিক্ষকের ছেলে/মেয়েদের প্রকৃত প্রথম না হওয়া সত্ত্বেও প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে)।" সেখানে কিভাবে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় উৎসাহী হবে এবং প্রকৃত জ্ঞানী হবে তা আমার বুঝে আসে না। এ যেন, সেই বাউল সংগীতের মত লাগছে-"সখী জলেতে নামিব, সাঁতারও কাটিব, চুল ভিজাবো না। যেমনি আছি তেমনি রব, ----হব না"।

তৃতীয় পংক্তিতে যে প্রশ্নটি তিনি করেছেন যে, হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক-যুবতী ২৬/২৭ বছরে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা শুধু চাকুরীর যোগ্যতাই অর্জন করে। কিন্তু দেশে চাকুরী স্বল্পতার কারণে সে নিশ্চয়তাও নেই। আর এসব শিক্ষার্থীর পিছনে রাষ্ট্র যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তা থেকে রাষ্ট্র আদৌ কোন উপকার পাচ্ছে না। এদেরকে চাকুরী দিলেও তাতে শিক্ষার্থীর বা দেশের কোন কল্যাণ হবে না। তিনি বলেছেন যে, এদেরকে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে নিয়োগ করতে হবে। কথাগুলো ব্যবচ্ছেদ করলে আমরা দেখি যে রাষ্ট্র বর্তমানে শিক্ষার্থীদের পিছনে যে অর্থ ব্যয় করছে তা ছাই-য়ে ঘৃত ঢালা হচ্ছে। তাহলে প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামোতে কি রাষ্ট্র কোন অর্থ ব্যয় করবে না? আর উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের যে কথা তিনি বলেছেন তা দ্বারা কোন্ উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের কথা বললেন? আমার মনে হয় তিনি কৃষি খামার, হাস-মুরগীর খামার, গো-খামার এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানকেই উৎপাদনশীল কর্মকান্ড বলে। যদি এগুলো সত্য হয় তবে আমাদের প্রাক্তন ও বর্তমান দেশ পরিচালক, বিভিন্ন নীতি নির্ধারকগণ, উচ্চস্তরের দেশ সেবকগণ অনুরূপ কাজে নিয়োজিত আছেন কি-না? বরং তাদের খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাঁরা উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে না গিয়ে দ্বিতীয়বার (তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী) রাষ্ট্রের চাকুরী/ সেবার নামে রাষ্ট্রীয় অর্থ আজীবন নষ্ট করছেন।

চতুর্থ পংক্তিতে যে কথা বলেছেন, উচ্চ শিক্ষিত যুব সমাজের খুব কম অংশই তাদের কর্মস্থান খুঁজে পায় আর বাকী অংশ নষ্ট হচ্ছে বা হবে। খুব কম অংশ কর্মস্থান খুঁজে পায় সন্দেহ নেই কিন্তু বাদ বাকী সকলেই নষ্ট হয় একথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। উচ্চ শিক্ষা থাকে বলেই তারা দেশে কাজ না পেলেও বিদেশে তাদের কর্মস্থান খুঁজে নেয় বা চেষ্টা করে। যারা দেশে চাকুরী পায় তারা সবাই যে নিজ যোগ্যতা বলেই পায় একথাও সম্পূর্ণ সঠিক বলে বুঝা কঠিন। যদি যোগ্যতা বলেই চাকুরী পেতো তবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আরো উন্নতির দিকে যেত বলে মনে হয়। সবাই প্রতিযোগিতায় জিতবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতো। যাদের চোখ-কান খোলা আছে (আমি পেশাগত কারণে চোখে কিছু কম দেখি এবং যাতে কম শুনতে পাই সেজন্যে কানে তুলা রাখি) তাঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। শ্রদ্ধেয় চৌধুরী সাহেব নিজেও তাঁর কর্মজীবন বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন কোথায় কিভাবে নিয়োগ কতদূর সঠিক হয়।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর কারণ হিসেবে তিনি বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন এবং বলেছেন, আমাদের অধঃপতনের জন্য বৃটিশ থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামোই একমাত্র কারণ। তিনি আরো বলেছেন শৃংখলমুক্ত স্বাধীন জাতির উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার নামে আজ পর্যন্ত অনেক বড়ো বড়ো কথা বলা হয়েছে, অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, কিন্তু তেমন একটা পরিবর্ত হয়নি। আমার জানতে ইচ্ছে করছে ঐ বড়ো বড়ো কথা কারা বলেছে, ঐ সকল পদক্ষেপ কারা সুপারিশ করেছেন এবং কারাই বা গ্রহণ করেছেন আর কত কোটি টাকা এতে খরচ হয়েছে? কোন স্বাধীন জাতির কথাই বা তিনি বলেছেন? বৃটিশ হতে এ পর্যন্ত চারটি জাতিসত্তায় আমরা উপনীত (এক-বৃটিশ-ভারতীয়, দুই-মুসলিম জাতীয়-তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তানী, তিন-বাঙালী জাতীয়- তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালী; চার-বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশী)। আমি শেষের তিনটি জাতীয়তাবাদের অধিকারী এবং বর্তমানে চতুর্থটিতে পদার্পণ করেছি। বৃটিশ শিক্ষা কাঠামো বা ফর্মায় বর্তমান/ বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের চলছে না। বেশ ভাল কথা, তাহলে দেশের মংগলকামী সকল নীতি নির্ধারকগণ, বুদ্ধিজীবীগণ ও সরকার একত্রে বসে এটা পরিবর্তন করলেই হয়। ভাংগা রেকর্ডের মত শুধু বৃটিশদের গুণকীর্তন করে লাভ কি? বৃটিশ তো প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবত ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছে। দ্বিতীয়তঃ ফর্মা বলতে বুঝি এমন একটা বস্তু বা ছক যা থেকে বেরিয়ে আসা সকল বস্তু বা জ্ঞান/ গুণ প্রায় সমান। যেমন ১০″ X ৫″ ইটের ফর্মায় যদি স্বর্ণ গলিয়ে ঢালা হয় তবে সেখান থেকে যে বস্তুটি বের হবে তা কোন অলংকার না হয়ে একখানা ইট রূপে দেখা যাবে। হয়ত মাটির ইট অপেক্ষা স্বর্ণের ইট স্থায়ীত্বের দিকে কিছু বেশী হবে। প্রস্তাবক (শিক্ষা কাঠামো) সাহেব নিজেও কি ঐ বৃটিশ ফর্মায় আহরণ করা জ্ঞান দ্বারাই তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো তৈরী করেছেন নাকি অন্য কোন উৎস। যদি অন্য উৎস হয় তবে কোন কথা নেই। যদি বৃটিশ শিক্ষা কাঠামোই হয়ে থাকে তবে একটা কথা আছে। তাহলে তো প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো উক্ত দোষে দুষিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তিতে তিনি পুনরায় বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে অষ্টম ও নবম পংক্তি হতে নিজের প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো বর্ণনা করেছেন।

প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো আলোচনা

এ প্রস্তাবে একজন শিক্ষার্থীর জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রী পর্যন্ত মোট চারটি স্তর রয়েছে এবং মোট সময়সীমা রেখেছেন (১৭) সতের বছর (প্রথম-৪ বছর, দ্বিতীয়-৬ বছর, তৃতীয়-চতুর্থ-৪ বছর)। এর পরে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী।

এগুলো পর্যায়ক্রমে ব্যবচ্ছেদ করলে যা পাই তা নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ সার্বজনীন বা সকল নাগরিকের জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা তিনি বলেছেন এবং এর সময় ৪ বছর ও শিক্ষার্থীর বয়স ৫ বছর পর্যন্ত বলে তিনি ছকটিতে বর্ণনা করেছেন। সকল নাগরিক বলতে কি ৫ বছরের উপরের বয়সের লোকদের বাদ দেয়া হলো (যারা অশিক্ষিত)? আমি তো জানি বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারী খরচে এবং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিদ্যমান শিক্ষাকাল ৫ বছরের স্থলে ৪ বছর করার কথাই এখানে আছে। প্রাথমিক শিক্ষার এ খরচ কোথা থেকে আসবে তা তিনি বলেননি।

দ্বিতীয়তঃ তিনি শিক্ষা সময় (মোট শিক্ষাকাল) বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামোতে বেশী লাগে বলেই এসময়কাল সংক্ষিপ্ত করার নামে বর্তমানে নির্ধারিত মোট সময় ১৬ বছরের স্থলে ১৭ বছর প্রস্তাব করেছেন। বিদ্যমান প্রাথমিক স্তরে ৫ বছরের স্থলে ৪ বছর, মাধ্যমিক স্তরে (উচ্চ বিদ্যালয়ে) ৫ বছরের স্থলে ৬ বছর, এইচএসসি স্তরে ২ বছরের স্থলে ৩ বছর এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ৪ বছরের স্থলে ৪ বছর- এর প্রস্তাব করেছেন। হিসেবে শিক্ষাকাল না কমে তো বেড়েই গেল। এতে কি লাভ হল?

শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে যা বলেছেন যা প্রায় বিদ্যমান রয়েছে কেবল কিছু সংযোজন করলেই হয়। এখানে যেটা দরকার বলে মনে হয় তা হচ্ছে পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যসূচী যাতে সঠিকভাবে নিয়মিত পাঠ দানের ব্যবস্থা, প্রকৃত মেধাবীকে মূল্যায়ন করা, শিক্ষকদের নিয়মিত পাঠদানে বাধ্য করা ও তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, শিক্ষক নিয়োগে সকল অনিয়ম দূর করা এবং ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের কোন রকম অন্যায় আচরণ ও পক্ষপাতিত্ব যাতে না হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ছাত্রদের পারিবারিক অর্থনৈতিক কাজে সাহায্যের যে কথা তিনি বলেছেন, তা বর্তমানেই অনেক ছাত্র করে থাকে যা গ্রামে গেলে দেখা যাবে। হয়ত রাজধানীতে দেখা নাও যেতে পারে। একেবারে দেখা যাবে না এটাও সত্যি নয়। আমার জানামতে এমন পরিবারও রয়েছে যেখানে পড়ার ফাঁকে পিতার মিনি গো-খামারে শিক্ষার্থী কাজ করে। আসল কথা হল কাজ করার মত ফার্ম বা কাজ তো থাকতে হবে। কাজ না দিয়ে শুধু কাজ করতে বললে লাভ কি? আমাদের দেশের লোক কাজ করতে চায় না বা করতে পারে না এটা যে মিথ্যা অপবাদ তা অনেকবার অনেক ভাবেই দেশে বিদেশে আমাদের লেবার, ছাত্র ও বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন পেশার লোকেরা প্রমাণ করেছেন। আমাদের দেশের ছাত্র বিদেশে লেখাপড়া করতে গিয়ে পত্রিকা বেচে, গাড়ী চালায়, হোটেলে কাজ করে তা কে না জানে?

আমার মনে হয় আমাদের দেশে সরকার ও উচ্চ বিত্তের লোকেরা যদি প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করেও সমন্বিত গো-খামার (গরু, মহিষ, হাঁস-মুরগী) তৈরী করতেন তাহলে উদ্যোক্তা যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হতেন তেমনি শিক্ষার্থী, অর্ধ-শিক্ষিত, বেকার এবং অনেক বেকার সেখানে কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে পারত। সাথে সাথে দেশে প্রচুর দুধ, মাংস, ঘি, চামড়া ও হাড় উৎপাদিত হত। আমরা রপ্তানী না করতে পারলেও আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটতো বলেই আমার বিশ্বাস।

বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানী করা গুঁড়ো দুধ সম্পর্কেরও বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। একেতো দু'কেজির এক ডিব্বা দুধ তিন শত টাকা থেকে ৫০০ টাকা প্রায়। কতজন লোক এটা কিনতে পারে? অথচ সবাই জানে যে দুধ প্রতিটি মানুষের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় থাকা অবশ্যই দরকার। দ্বিতীয়তঃ অনেকে বলেন যে, বিদেশে খামার পদ্ধতিতে গো-মহিষ ও শুকর পালন করা হয়। এসকল খামার থেকে অনেক সময় উৎপাদিত দুধ প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়। তারা আরো বলেন যে, আমাদের দেশের যুব সমাজের বর্তমান অধঃপতনের জন্য সত্যিকার দুধ না খাওয়া এবং কখনও কখনও শুকরের দুধ মিশ্রিত বিদেশী দুধই দায়ী। যদি তাই হয়ে থাকে তবে বলার কি আছে? কারণ শুকরের দুধের প্রতিক্রিয়া শুকরের মত হবে তাতে আশ্চর্য কি? ধর্মের যে বিধি-নিষেধ আছে তাতো বলার অপেক্ষা রাখে না। এ দিকেও নীতিনির্ধারক ও জ্ঞানীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামোতে ফিরে যাই। তিনি বলেছেন যে, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থী আর উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত হবে না বরং উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে জড়িত হবে। এ কথার ব্যবচ্ছেদ করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে যেমন বেকারত্ব আছে প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো চালু করলে তা আরো বেড়ে গিয়ে অর্ধ-শিক্ষিত লোকে দেশময় একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থায় সৃষ্টি হবে। উচ্চ শিক্ষার দিকেও ধাবিত হবে না কেন তা বোঝা গেল না। উচ্চ শিক্ষার পথ কি তবে বন্ধ করে দেয়া হবে? দ্বিতীয় স্তরের তথা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষে তারা কোথায় উৎপাদনশীল কর্মকান্ড পাবে বা জড়িত হবে তাও তিনি বলেননি। যেখানে আমাদের দেশ এবং বিশ্বের সকল দেশ তার নাগরিকদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যেখানে আমাদের মহানবী (সঃ) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মানুষের জন্য ফরজ (এখানে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান নির্বিশেষেই বলা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস), এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে গমন কর, যেখানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে সেখানে এ কেমন প্রস্তাব।

আসলে যা করা দরকার সেটা হল শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখেই সৃষ্টি হওয়া উচিত রাষ্ট্রীয় ও সকল উৎপাদন ব্যবস্থা। এদিকে লক্ষ্য না করে শুধু শিক্ষা কাঠামো নিয়ে উদ্ভট চিন্তা করলে লাভ হবে কি? ছোট বেলায় ওয়াজ শুনতে গিয়ে শুনেছিলেম যে, কুয়ার মধ্যে ব্যাঙ পচা রেখে কুয়ার পানি যতই পরিবর্তন করা হোক তাতে ভাল পানি পাবার আশা বৃথা।

চলবে

মোঃ আশরাফ হোসেন মিঞা, কলাম লেখক